দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 SEP 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

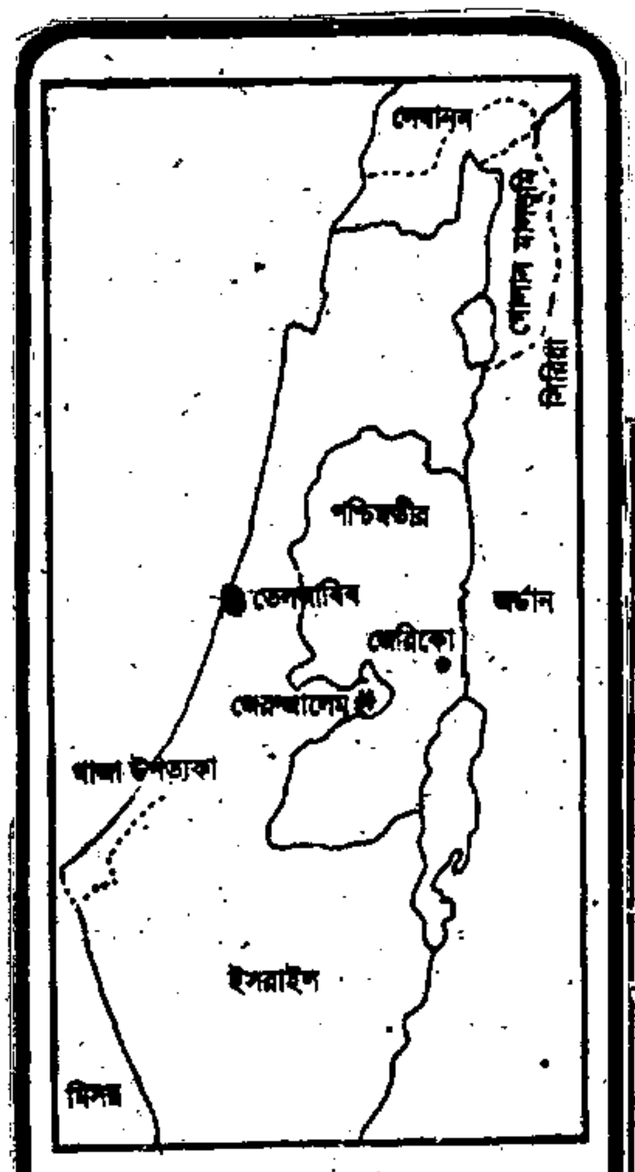

১৮৯৭ থেকে ১৯৯৩ ঃ ঘটনাপঞ্জী

প্যারিস, ১০ সেপ্টেম্বর (রয়টার/এএফপি)।– চার দশকব্যাপী শত্রুতা শেষে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা (পিএলও) এবং ইসরাইল পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তির মধ্য দিয়ে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী উল্লেখ করা হলো ঃ

১৮৯৭–বাসলেতে ইহুদীদের প্রথম বিশ্ব কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয় যে ইহুদীবাদ আন্দোলনের লক্ষ্য প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের প্রতিষ্ঠা করা। (৩–এর পৃঃ ৩–এর কঃদ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর) ১৮৯৭ থেকে ১৯৯৩ ঃ ঘটনাপঞ্জী

১৯১৭–বালফোর ঘোষণায় সাবেক বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বালফোর বৃটেনের ইহুদীবাদী আন্দোলনের নেতা লর্ড রথশিল্ডকে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে তার সরকারের সমর্থনের কথা জানান।

১৯৪৭–প্যালেস্টাইনকে ইহুদী এবং আরব এই দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অনুমোদন করা হয়।

১৯৪৮–জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৪ নং প্রস্তাবে নয়া ইসরাইল রাষ্ট্রকে সকল প্যালেস্টাইনী শরণার্থীকে ফিরে আসার সুযোগদান এবং যারা ফিরে আসতে আগ্রহী নয় তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার আহ্বান জানায়।

১৯৬৪–জেরুজালেমে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও) গঠিত হয়। ১৯৬৮ সালে সংশোধিত প্যালেস্টাইন জাতীয় সনদে প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকেই একমাত্র পথ বলে উল্লেখ করা হয়।

১৯৬৭–জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিল ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চল থেকে ইসরাইলী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের আহ্বান জানায় এবং স্বীকৃত সীমান্ত ও নিরাপত্তা এলাকার মধ্যে সকল রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ বসবাসের অধিকার স্বীকৃত করে।

১৯৬৯–ইয়াসির আরাফাত আহমদ সুখইরির স্থলে পিএলও প্রধান নির্বাচিত হন।

১৯৭৩–পিএলও'র সামরিক উইং ফাতাহ প্রধান আবু ইউসুফ (মোহাম্মদ নাজার)সহ তিনজন উর্ধ্বতন পিএলও নেতা ইসরাইলের সেনা কমান্ডোদের হামলায় বৈরুতে নিহত হন।

১৯৭৮–যুক্তরাষ্ট্র, মিসর এবং ইসরাইলের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর। এই চুক্তির শর্ত মোতাবেক মিসরের সিনাই থেকে ইসরাইল তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়।

১৯৮২–৬ জুন। ইসরাইলের সেনাবাহিনী লেবাননে আগ্রাসন চালায়।

১৯৮২–৩১ আগস্ট। ইসরাইলী সেনাবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ বৈরুত ছেড়ে পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাত তিউনিসে চলে যান। ১৯৭১ সাল থেকে লেবাননে পিএলও'র সদর দফতর ছিল। তিউনিশিয়ায় পিএলও'র সদর দফতর স্থানান্তর।

১৯৮৫–১ অক্টোবর। তিউনিসের কাছে পিএলও সদর দফতরে ইসরাইলী কমান্ডো হামলা। এই হামলায় ১৭০ জন পিএলও এবং তিউনিসীয় নাগরিক নিহত হন। আরাফাতের অফিস সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলেও তিনি অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান।

১৯৮৭–ইসরাইল অধিকৃত গাজা উপত্যকা এবং পশ্চিম তীরে 'ইন্তিফাদা' বা অভ্যুত্থানের সূচনা।

১৯৮৮–১২ সেপ্টেম্বর। ফাতাহ প্রধান এবং আরাফাতের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবু জিহাদ তিউনিসে ইসরাইলী কমান্ডো হামলায় নিহত

১৯৯১–৩০ অক্টোবর। মাদ্রিদে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আলোচনা শুরু।

১৯৯৩–২১ জানুয়ারী। আরাফাত সর্বপ্রথম তিউনিস থেকে ইসরাইল টেলিভিশনে প্রচারিত তার টেলিফোন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিনকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শান্তি আলোচনায় অংশ নেয়ার আহ্বান জানান।

১৯৯৩–২৯ আগস্ট। গাজা এবং জেরিকো'র স্বায়ত্তশাসন নীতিগতভাবে স্বীকার করে নেয়ার ব্যাপারে ইসরাইলের সম্মতি।

১৯৯৩–৯ সেপ্টেম্বর। প্যালেস্টাইন জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ইসরাইল সরকারীভাবে পিএলওকে এবং পিএলও ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়।